পাঠ - ১

ইউনিট - ১

মুসলিম দর্শনের উৎস, প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু

(ORIGIN, NATURE AND SCOPE OF MUSLIM PHILOSOPHY)

মুসলিম দর্শন মূলত ইসলাম ধর্মভিত্তিক দর্শন । ইতিহাসের অন্যান্য জাতির মত ইসলাম ধর্মেও ধারক-বাহক মুসলমানরা যুগ যুগ ধওে চিন্তা ও কর্মের সংমিশ্রণে একটি জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই জীবন দর্শন মহাপবিত্র কোরআন ও হাদীসের ওপর নির্ভরশীল। পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানরা মূলগ্রন্থ কোরআন ও হাদীস ছাড়াও অন্যান্য জাতির চিন্তা ও কর্মেও আদর্শ নিজেদেও মধ্যে ধারণ করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে ক্রমবিকশিত হয়েছে মুসলিম দর্শন। তবে এইদর্শনের মূলঅবলম্বন হলো কোরআন। সেজন্য মুসলিমদর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এর স্বরূপ ও উৎসের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হওয়া দরকার।

মুসলিম দর্শনের প্রকৃতি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কোনকোন সমালোচক মনে করেন যে, গ্রীক এবং অন্যান্য দর্শনের প্রভাবে মুসলিম চিন্তাবিদরা পরবর্তীতে যে দর্শনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, সেটাই 'মুসলিমদর্শন'। কিন্তু এই অভিমত সঠিক নয়। কারণ আব্বাসীয় শাসনামলের সময় মুসলমানরা গ্রীক দর্শনের সাথে প্রথম সম্পর্কিত হয়। এইসময়ের আগে মুসলিম দর্শনে বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত অনেক চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।এদের মধ্যে রাজনৈতিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক অনেক চিন্তাগোষ্ঠী রয়েছে। তবে অনেক চিন্তাগোষ্ঠী আছে যাদের উদ্ভব রাজনৈতিকভাবে হয়েছিল, কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে তারা আবার ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছিল বলে অভিমত পোষণ করা হয়। সুতরাং গ্রীক দর্শনের প্রভাবে আসার আগেই মুসলিম চিন্তাবিদরা দর্শনের জন্ম দেন।

কোনকোন লেখক মনে করেন যে, এইচিন্তাধারাকে 'ইসলামী দর্শন' বলা উচিত। আবারকোনকোন লেখক একে 'মুসলিমদর্শন' বলার পক্ষপাতী। 'মুসলিমদর্শন' বলার পক্ষে তাদের যুক্তি হলো, এইদর্শন ব্যাপক অর্থ বহন করে; যেখানে কোরআন ও হাদীস ছাড়াও অন্যান্য চিন্তাগোষ্ঠীর মতামত স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে 'ইসলামী দর্শন' বলার পক্ষে কোনকোন লেখকের যুক্তি হলো, এই দর্শন মূলত কোরআন ও হাদীসভিত্তিক। অর্থাৎ শুধুমাত্র কোরআন ও হাদীসেরওপর নির্ভর করে এইদর্শন গড়ে ওঠেছে। কিন্তু এই দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগত আলোচনার স্বার্থে ব্যাপকতার অর্থ গ্রহণ করে 'মুসলিমদর্শন' বলাই বিধেয়।

এই ইউনিটে মোট তিনটি পাঠ রয়েছে-

- মুসলিমদর্শনেরউৎস
  (Sources of Muslim Philosophy)
- মুসলিমদর্শনের প্রকৃতি
  (Nature of Muslim Philosophy)
- মুসলিমদর্শনের ক্রমবিকাশ
  (Development of Muslim Philosophy)

মুসলিমদর্শনেরউৎস

(Sources of Muslim Philosophy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুসলিমদর্শন কী কী উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে তার বিবরণ জানতে পারবেন।
- মুসলিমদর্শনের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহের বিবরণ সম্পর্কেব্যাখ্যাকরতেপারবেন।
- মুসলিমদর্শনের বাহ্যিক উৎসসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ।

ভূমিকা

মুসলিমদর্শনেরমূলউৎসহলোমহাপবিত্রকোরআন ও হাদীস। কোরআন ও হাদীসেরমূল প্রতিপাদ্য বিষয়হলো পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানসম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া। এর সাথেপরিবর্তিতসময়ের প্রেক্ষিতে উদ্ভূতসমস্যারসমাধানকল্পে মুসলিমচিন্তাবিদ কর্তৃক গৃহীতও প্রদত্ত বিভিন্নসমাধান যুক্ত হয়েছে। ফলে যুক্তি, চিন্তা, মতৈক্য ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। এর ফলশ্রুতিতেউদ্ভূতহয়েছেমুসলিমদর্শন। কোরআন ও হাদীসের পাশাপাশি কিয়াস ও ইজমার প্রাধান্য এই দর্শনে দেখা যায়। এইউৎসগুলো হলোমুসলিমদর্শনের অভ্যন্তরীণ উৎস। আবারমুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়ার ফলে অন্যান্যজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে মুসলমানরা তাদের অধীত বিষয়গুলো আত্মাঃস্থ করে নিজেদের দর্শনে প্রয়োগ করে। এতে করে মুসলিমদর্শনএকদিকে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনিআবারকোনকোন ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থও হয়েছে। এইউৎসগুলোকে মুসলিমদর্শনের বাহ্যিক উৎসবলা হয়।

১. মুসলিমদর্শনেরউৎস

মুসলিমদর্শনেরমূল ভিত্তি হলোকোরআন ও হাদীস। এইকোরআন ও হাদীসেরওপর দাঁড়িয়ে আছে মুসলিমদর্শনেরমূলবিষয়। সেজন্য এই দু'টি উৎসকে আমরা প্রত্যক্ষ (Direct) উৎস হিসেবে গণ্য করতে পারি। এই দাবিটি নিছক তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তবভিত্তিক। পবিত্রকোরআনের নির্দেশ এবং তার ব্যাখ্যা-হাদীসমুসলিম জাতিকে নতুন কর্মপ্রেরণা এবং জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর মধ্য থেকে মুসলিম দার্শনিকগণ তাদের জীবনভিত্তিক সমস্যা সমূহেরসমাধানদেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কোরআন ও হাদীসেরব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। সেজন্য তাঁরা গবেষণার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ফলেসৃষ্টি হয় কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক অনুমান) ও ইজমা (সামাজিক মতৈক্য)। মুসলিম দর্শনে এগুলোই হলো অভ্যন্তরীণ উৎস।

মুসলিমদর্শন ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত উৎসসমূহ ছাড়াও বাইরের বা বহিঃস্থ কিছুচিন্তাধারার মুখোমুখি হয়। কোরআন নাজেল হওয়ার পূর্বে খোদ আরবে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতেমুসলিম দর্শনে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম দর্শনে গ্রীক দর্শনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। কারণতখনপ্রতিষ্ঠিতদর্শন হিসেবে একমাত্র গ্রীক দর্শনই বহাল ছিল। এছাড়া পারসিক, ভারতীয় ও খ্রিস্টীয় সভ্যতার দার্শনিক চিন্তাধারার অনেক প্রভাব মুসলিম দর্শনে পরিলক্ষিত হয়। এগুলোই হলোমুসলিমদর্শনের বহিঃস্থ উৎস।

২. মুসলিমদর্শনের অভ্যন্তরীণ উৎস

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কোরআনহলোমুসলিমদর্শনেরমূলউৎস। পবিত্রকোরআনহযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর ওপর নাযিল হয় মুসলমানদের জীবনবিধান হিসেবে। মুসলিম জাতিকে নব নব সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে কোরআন দিয়েছে নিরন্তর প্রেরণা। কোরআনের প্রথম আয়াতই মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষাদানের কথা বলে এবং বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। কোরআন 'হিকমত' বা 'জ্ঞান'-এর ওপর অতিশয় গুরুত্বারোপ করে। বলাহয়েছে, ''যিনি হিকমত লাভ করেছেন, তিনি পরম সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছেন'' (২ঃ২৬৯)। মানুষেরপ্রকৃতি নির্ভর করে জ্ঞান আহরণের মাত্রার ওপর। অর্থাৎ জ্ঞানী মানেই মানুষ। জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে, আর অজ্ঞানতায় ডুবে থেকে মানুষ অপূর্ণ থেকে যায়।

কোরআনপ্রকৃতদর্শনের বিপরীতে নয়। বরং তা কোরআনের শিক্ষার সাথে ঐক্যবদ্ধ। বাস্তবিকই কোরআনপ্রকৃতসত্য ও দর্শনের আধারণ মুক্ত-চিন্তাহলোদর্শনেরমূলকথা, আর মুক্ত-চিন্তার দ্বার উন্মোচিত করে কোরআন। কোরআনে বহু আয়াত আছে যার সম্পর্কেমুসলমানদেরকে বার বার চিন্তাকরতেবলাহয়েছে। কোরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহেরপ্রকৃতিকে মোট তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো ঃ অনুমান, নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। কোরআনেরএই সমস্ত জ্ঞানের উৎসেরব্যাখ্যার তারতম্যের কারণে মুসলিমদর্শনেরইতিহাসেবিভিন্নচিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এইচিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যেখারিজীরাকোরআনের 'নির্দেশ দান' সংক্রান্ত আয়াতসমূহ, কাদারিয়া-জাবারিয়া-মুতাযিলা-আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠী 'কদর' সংক্রান্ত আয়াতসমূহ এবং সুফীরাকোরআনের 'অধ্যাত্ম' সংক্রান্ত আয়াত সমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। এগুলোই কোরআনের দার্শনিক ভিত্তি প্রমাণ করে।

মুসলিমদর্শনের বুনিয়াদ সৃষ্টিতে অন্যতম অবদান রাখে হাদীস তথা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদন। বিভিন্নহাদীস দ্বারা জ্ঞান আহরণের বিষয়টি প্রমাণিত। বলাহয়েছে,

''যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণের জন্য গৃহ ত্যাগ করে সে আল্লাহর পথেই যায়''।

''যে জ্ঞান অন্বেষণ করে তার মৃত্যু নেই''।

''প্রত্যেক বিশ্বাসী নর-নারীর ওপর জ্ঞানার্জন অবশ্য করণীয়''।

''আল্লাহ প্রথম যে বস্তু সৃষ্টিকরেছিলেন তাহলো প্রজ্ঞা এবং আল্লাহ প্রজ্ঞার চেয়ে উত্তম কোনকিছুসৃষ্টিকরেননি''।

এরূপ অনেক শক্তিশালী হাদীস দিয়ে জ্ঞানের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে।

কোরআন ও হাদীসেরমূলনীতি বা শিক্ষার প্রেক্ষিতে জীবনের নতুন সমস্যা সমূহের সমাধানের অনুশীলনকে বলা হয় ইজতিহাদ। ইজতিহাদের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ হলো কিয়াস ও ইজমা। উদ্ভূতনতুন সমস্যারসমাধানকল্পে মুসলিমচিন্তাবিদরা কোরআন ও হাদীসের আলোকে সাদৃশ্যমূলক যুক্তি গ্রহণ করে এটাই হলো কিয়াস। আর এই কিয়াস মুজতাহিদদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন লাভ করে ইজমায় রূপলাভ করে। দার্শনিক চিন্তার অনেক দিক এভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

৩. মুসলিমদর্শনের বাহ্যিক উৎস

মুসলিমদর্শন বাইরের অনেকচিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আরবদের প্রাক-ইসলামী ধারণা, গ্রীক দর্শন, পারসিক ও ভারতীয় প্রভাব অন্যতম। পবিত্রকোরআনেরআলোচনার মধ্যেআমরা প্রাক-ইসলামী অনেক ধ্যান-ধারণার নজির পাই। যতদূর জানা যায়, ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবে জড়বাদ, ভোগবাদ, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি মতের প্রচলন ছিল। আরবদের অদৃষ্টবাদিতার প্রমাণ অনেক দিক থেকে পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্ম প্রচলনের পরে অনেকচিন্তাবিদের মধ্যেএইধারণার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায় এবং পরবর্তী মুসলিম দর্শনে এর প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে।

মুসলিমদর্শনের ক্রমবিকাশে গ্রীক দর্শনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। বুদ্ধিবাদী মুসলিম দার্শনিকগণ গ্রীক দর্শনের পীথাগোরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলও নব্য-প্লেটোবাদীদের দর্শনচিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। মুসলিম দর্শনে এদেরকে 'ফালাসিফা' বলা হয়। গ্রীক দর্শন এবং কোরআন ও হাদীসেরমূলতত্ত্বেরসঙ্গে সমন্বয় সাধনই ছিলএইদর্শনেরমূল কাজ। এছাড়া মুসলিমদর্শনেরমধ্যে পারসিক ও ভারতীয় দর্শনের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। সুফীদর্শন পারসিক প্রভাব থেকে সরাসরিউৎসারিত বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে ভারতীয় মরমীবাদ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবে সুফীদর্শন পরিপুষ্ট। যদিও মুসলিমদর্শনকোরআন ও হাদিসের মূলতত্ত্বপ্রসূত, তথাপি বহিঃস্থ এসব দর্শনচিন্তা থেকে অনেক উপাদান এইদর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে।

মুসলিমদর্শনেরউৎস সন্ধানের জন্য আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। অভ্যন্তরীণ বা প্রত্যক্ষ উৎসসমূহ এবং বহিঃস্থ বা পরোক্ষ উৎসসমূহের সন্ধান আমরা এতক্ষণ পেলাম। এর মধ্যেগুরুত্বপূর্ণ কোরআন এবং হাদীস। মুসলিম দার্শনিকরা জগৎ ও জীবনসম্পর্কেআলোচনাকরতেগিয়েকোরআন এবং হাদীস-এর ওপরসবচেয়ে বেশী গুরুত্বদিয়েছেন। তাছাড়া এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিকজীবন ব্যবস্থা।

সার-সংক্ষেপ

মুসলিমদর্শনেরউৎস দু'প্রকার ঃ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ উৎসেরমধ্যেকোরআন ও হাদীস প্রধান এবং কিয়াস ও ইজমা হলো অপ্রধান উৎস। অন্যদিকে প্রাক-ইসলামী ধারণা, গ্রীক ও ভারতীয় ধারণা এবং পারসিক প্রভাবসমূহ হলো বাহ্যিক উৎস। মুসলিমদর্শনএই দু'ধরনেরউৎসেরওপরদাঁড়িয়েআছে। তবে কোরআন ও হাদীসই মুসলিমদর্শনেরমূলউৎস।

অনুশীলনী

মুসলিমদর্শনেরউৎসসমূহের প্রকৃতিআপনার নিজের ভাষায় লিখুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

কোরআনহাদীস কিয়াস ইজমা প্রাক-ইসলামী অদৃষ্টবাদ পারসিক ভারতীয় প্রজ্ঞা গ্রীক মরমীবাদ

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

পাঠ - ২

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। মুসলিমদর্শনের বাহ্যিক উৎস মোটামুটি চারটি। সত্য / মিথ্যা

২। পরবর্তীকালে মুসলিম দর্শনে গ্রীক দর্শনের তেমন প্রভাব ছিল না। সত্য / মিথ্যা

৩। কোরআনে প্রজ্ঞা সম্পর্কেকোনোব্যাখ্যা নেই। সত্য / মিথ্যা

৪। হাদীসহলোকোরআনেরব্যাখ্যা। সত্য / মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. মুসলিমদর্শন প্রধানত কত ধরনেরউৎসেরওপর দাঁড়িয়ে আছে ?

ক) এক ধরনের খ)দু'ধরনের

গ)চার ধরনের ঘ) পাঁচ ধরনের

২. মুসলিমদর্শনের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ কী কী ?

ক)কোরআন, হাদীস, কিয়াস, ইজমা খ)কোরআন, পারসিক ধারণা, ইজমা, হাদীস

গ)পারসিক ধারণা, কিয়াস, ইজমা, হাদীস ঘ)কোরআন, ইজমা, কিয়াস, গ্রীক দর্শন

৩. প্রাক-ইসলামী ধারণা কী ?

ক) জড়বাদ, ভোগবাদ, অদৃষ্টবাদ খ) বুদ্ধিবাদ, স্বজ্ঞাবাদ, আচরণবাদ

গ)স্বজ্ঞা, নিরীক্ষণ, প্রজ্ঞা ঘ)কিছুই ছিল না

৪। কোরআনেমূলত মোট কতটিজ্ঞানের উৎসের কথা বলাহয়েছে ?

ক)একডট খ)দু'টি গ)তিনটি ঘ)চারটি

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। মুসলিমদর্শনেরউৎস কী ?

২। মুসলিমদর্শনেরউৎস কয়টি ও কী কী ?

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। মুসলিমদর্শনের অভ্যন্তরীণ উৎসের বর্ণনা দিন।

২। মুসলিমদর্শনের বাহ্যিক উৎসেরব্যাখ্যা দিন।

উত্তরমালা

অ. ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। সত্য

আ. ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। গ

মুসলিমদর্শনেরপ্রকৃতি
(Nature of Muslim Philosophy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুসলিমদর্শনের সংজ্ঞা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- মুসলিমদর্শনের পরিধি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

দর্শন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে জগৎ ও জীবনের প্রত্যেকটি দিক বিচার করে থাকে। প্রকৃতসত্য অনুসন্ধান করাই দর্শনের লক্ষ্য। মুসলিম দার্শনিকরাও একই লক্ষ্যেমুসলিমদর্শনের সূচনা করেছে। মুসলিমদর্শনকোরআন ও হাদীস থেকে শুরু হলেও দীর্ঘ বিকাশ ধারায় অন্যান্যজাতিরদর্শন ও চিন্তাধারার সাথে এর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করলে মুসলিমদর্শনহলো এক যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা যা কোরআন ও হাদীস থেকে উৎসারিত এবং যা ক্রমবিকশিতহয়েছে সমকালীন বিভিন্নচিন্তাধারা থেকে। সেজন্য মুসলিমদর্শনের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কোরআনের জ্ঞানভান্ডারের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে জ্ঞানের তিনটি প্রধান উৎস পাওয়া যায়। যেমন - অনুমান, নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। কোরআনের শিক্ষার সাথে মিল রেখে মুসলিম পন্ডিতগণ অন্যান্যদর্শনেরঅনেককিছুই মুসলিম দর্শনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং এইসকলউৎস থেকে মুসলিমদর্শন উৎপত্তি লাভ করেছে।

১. মুসলিমদর্শনেরসংজ্ঞা

জগতের ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিজীবী মানুষ তার মেধা ও চিন্তাভাবনাকে সব সময় কাজে লাগিয়েছে। আর এর ফলেই জন্ম নিয়েছে দর্শনের। অর্থাৎ দর্শনজগতের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং জীবনের প্রত্যেকটি দিককে যুক্তি দিয়ে মূল্যায়ন করে থাকে। এইমূল্যায়ন সর্বদা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। সেজন্য এর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। মূলসত্য অনুসন্ধানের জন্য দর্শন সর্বদা বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ করেছেজগতের ক্রমবিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই প্রক্রিয়ার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি মুসলিমদর্শনের ক্ষেত্রেও। সুতরাংমুসলিমদর্শন উৎপত্তির ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিও দর্শনের কঠোর যুক্তি প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়েছে।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, মুসলিমদর্শনেরমূল ভিত্তি হলোকোরআন এবং হাদীস। কিন্তু দীর্ঘ বিকাশ ধারায় মুসলিমচিন্তাবিদগণ কোরআন ও হাদীসের মৌলনীতির সাথেঅন্যান্যজাতির সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। মুসলিমচিন্তাবিদগণ অন্যান্য ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি থেকে সঞ্চিত জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে নিজেদের ধর্মপ্রসূত দার্শনিক চিন্তাধারাকে সংহত ও সমৃদ্ধ করেছেন।

মুসলিমদর্শনের দু'টি দিক রয়েছে। একডটহলোইসলামধর্মের মৌলনীতিসমূহ এবং অন্যটি হলোবিভিন্নজাতির দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা। প্রথমটি হলোমুসলিমদর্শনের উৎপত্তিস্থল আর দ্বিতীয়টি হলোমুসলিমদর্শনের ক্রমবিকাশের দিক। অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসমুসলমানদের দিয়েছে

পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এইজীবন বিধানের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা এবং এর সাথেপ্রতিষ্ঠিতঅন্যান্যদর্শনচিন্তার সমন্বয়ে সৃষ্টিহয়েছেমুসলিমদর্শন। মুসলিমদর্শন বলতে তাই আমরা বুঝবো এমন এক যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারাকে যার বুনিয়াদ রচনাকরেছেকোরআন ও হাদীস এবং যা নিরন্তর ধারায় সমকালীন ও বিভিন্নসময়েআবির্ভূত দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে ক্রমবিকশিতহয়েছে । পরিবর্তিতপরিস্থিতিতে উদ্ভূত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলিমচিন্তাবিদরা জীবন জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের যে বিচারশীল প্রয়াস চালিয়েছেন তা-ই ক্রমে গড়ে তুলেছে মুসলিমদর্শন ও সংস্কৃতি।

২. মুসলিমদর্শনের পরিধি

কোরআন ও হাদীসেরমূলশিক্ষা দর্শনসম্মত। কোরআনএকদিকে যেমন নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে, তেমনি মানব জীবনের সুষ্ঠু ও সংগত চিন্তারও নির্দেশ করে। কোরআনমানুষেরচিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে; অন্ধবিশ্বাস এবং নির্বিচারে গৃহীত সমুদয়বিষয়কে ঝেড়ে ফেলে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করে। কোরআনের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সব সত্য ও সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো ঃ (১) অনুমানলব্ধ জ্ঞান (২) নিরীক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবং (৩) অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। এইতিন ধরনের জ্ঞানের উৎসেরব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে কোরআন অখন্ড জ্ঞানের আধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিতহয়েছে। এসব জ্ঞান আহরণের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রজ্ঞা (আক্বখ), প্রথা (নক্বল) ও স্বজ্ঞার (কাশ্‌ফ) আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। মানুষের জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্র-এইতিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কোরআনের শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে মুসলিমচিন্তাবিদগণ গ্রীক দর্শন, পারসিক ও ভারতীয় দর্শনেরঅনেককিছুই আত্মস্থ করে মুসলিম দর্শনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এইপর্যায়েমুসলিমদর্শন শুধু কোরআন ও হাদীসে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আবারকোরআন ও হাদীসেরব্যাখ্যায় কিছুকিছু বিষয়ের বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মুসলিমচিন্তাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায়বিভিন্ন ধরনের চিন্তাগোষ্ঠীর সৃষ্টিহয়েছে। এই সমস্ত চিন্তাগোষ্ঠীনিজেদেরঅনুকূলে কোরআন ও হাদীসেরব্যাখ্যাকেব্যবহারকরেছেন। মুসলিমদর্শন এগুলো আলোচনা করে।

আবারমুসলিমচিন্তাবিদদের মধ্যে জ্ঞানের উৎসের বিশেষ বিশেষ দিকের ওপরগুরুত্বারোপ করাতে এক একডটচিন্তাগোষ্ঠীর সৃষ্টিহয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনআধ্যাত্মিক সাধনার মূর্ত প্রতীক। এই সাধনার জীবন গড়ে ওঠে স্বজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে। মুসলিম দর্শনে একডট বিশেষ চিন্তাগোষ্ঠীএই স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে গণ্য করে সুফীবাদের সৃষ্টি করে। কোরআনেরঅনেক আয়াতে এবং অনেকহাদীসেরমধ্যেএইধরনের জ্ঞানের কথা ব্যক্তহয়েছে। জীবনের অন্তর্নিহিত রহস্য একমাত্র স্বজ্ঞার সাহায্যে কৃত সাধনার দ্বারা সম্ভব বলে সুফীরা মনে করেন। মুসলিমদর্শনসৃষ্টিতে এইসুফীদের অনেক অবদান রয়েছে। অন্যদিকে কোরআন ও হাদীসের যে সমস্ত বিষয় প্রজ্ঞার দ্বারা স্পষ্ট করারপ্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে সমস্ত বিষয় নিয়ে দার্শনিক নামে একডট গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। নৈসর্গিক রহস্যের কথা বলে কোরআনের বহু স্থানে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তা করে রহস্য উদঘাটন করতেবলাহয়েছে। মুসলিমদর্শনেরএই দার্শনিক চিন্তাগোষ্ঠীমুসলিমচিন্তাধারার সাথে গ্রীক দর্শনের সমন্বয় সাধন করেন এবং সেখানেই তাঁদের কৃতিত্ব। এভাবে সৃষ্টিহয়েছেমুসলিমদর্শন। সুতরাং মুসলিম দার্শনিক চিন্তাগোষ্ঠীচিন্তার দিক থেকে ছিল খুবই শক্তিশালী। তাঁরা গ্রীক দার্শনিকদের অধীত দর্শন আত্মস্থ করে নতুনরূপে বিশ্বের দরবারে স্বীয় মতকে উপস্থাপন করেন এবং কোরআন ও হাদীসের মৌলনীতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে মুসলিমদর্শনের উন্নতি বিধানকরেন ।

সার-সংক্ষেপ

দর্শনস্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবেসত্য অনুসন্ধান করে **থাকে। মুসলিম** দার্শনিকরাও **মুসলিমদর্শনসৃষ্টির** মাধ্যমে **মূলসত্য** উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা **করেছেন** । দু'ধরনেরউৎস থেকে **মুসলিমদর্শন** উৎপত্তি লাভ **করেছে।** সে দুটি **হলো** ঃ অভ্যন্তরীণ **উৎস** এবং বাহ্যিক **উৎস। কোরআন ও হাদীস** থেকেই **মুসলিমদর্শনের** উৎপত্তি। পরবর্তীকালে **বিভিন্নজাতির** সংস্পর্শে এসে **মুসলিম** দার্শনিকরা তাদের অধীত **দর্শনেরঅনেক** তত্ত্ব **নিজেদেরদর্শনচিন্তার মধ্যেঅন্তর্ভুক্তকরেছেন** । সেজন্য **মুসলিমদর্শনের** পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক।

অনুশীলনী ঃমুসলিম দার্শনিকরা কেন **অন্যান্যজাতিরদর্শনচিন্তানিজেদের** দর্শনে **অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন?আলোচনাকরুন।**

এইপাঠের মূল শব্দসমূহ

অনুমান নিরীক্ষণ অভিজ্ঞতা সংস্কৃতি ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান সমকালীন **মূল্যায়নচিন্তাবিদ** মূর্ত অন্ধবিশ্বাস রহস্য

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. **সত্য ও মিথ্যা**

১। মুসলিম দার্শনিকরা অন্যান্যজাতিরদর্শন গ্রহণ করেননি। সত্য / মিথ্যা

২। কোরআনে একাধিক জ্ঞানের উৎসের কথা বলাহয়েছে। সত্য / মিথ্যা

৩। মুসলিম দর্শনে গ্রীক দর্শনের প্রভাব বর্তমান। সত্য / মিথ্যা

৪। সুফীরা জ্ঞানের প্রথাগত উৎসব্যবহার করে থাকেন। সত্য / মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১।মুসলিমদর্শন জ্ঞান আহরণের কোন্ উৎসটি গ্রহণ করেন ?

ক)স্বজ্ঞা খ)আক্বল

গ)প্রথা ঘ) অভিজ্ঞতা

২। মুসলিম দর্শনে দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রধান কাজ কী ছিল ?

ক)মুসলিমদর্শনেরসাথে পারসিকদের সম্পর্ক স্থাপন

খ)মুসলিমদর্শনেরসাথে গ্রীক দর্শনের সমন্বয় সাধন

গ)শুধু কোরআনেরব্যাখ্যা দেওয়া

ঘ)শুধু হাদীসেরব্যাখ্যা দেওয়া

৩। মুসলিমদর্শনের বুনিয়াদ কী কী ?

ক)কোরআন ও হাদীস খ)কোরআন ও গ্রীক দর্শন

গ)সুফী মতবাদ ও পারসিক চিন্তাধারা ঘ)কোরআন ও ভারতীয় দর্শন

৪। সুফীরা জ্ঞানের কোন্ উৎসব্যবহারকরেন ?

ক) আক্বল খ)নক্বল

গ) অভিজ্ঞতা ঘ) কাশ্ফ

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। সংক্ষেপেমুসলিমদর্শনের সংজ্ঞা দিন।

২। কোরআন অনুসারে জ্ঞানের উৎস কয়টি ও কী কী ?সংক্ষেপেআলোচনাকরুন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। মুসলিমদর্শনের সংজ্ঞা দিন।

২। কী কী বিষয় নিয়ে মুসলিমদর্শনআলোচনা করে তা ব্যাখ্যাকরুন।

উত্তরমালা

অ. ১। মিথ্যা	২। সত্য	৩। সত্য	৪। মিথ্যা
আ. ১। ক	২। খ	৩। ক	৪। ঘ

পাঠ - ৩

মুসলিমদর্শনের ক্রমবিকাশ
(Development of Muslim Philosophy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুসলিমদর্শনের ক্রমবিকাশ কীভাবে হয়েছে তার আলোচনাকরতেপারবেন।
- অভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশ সম্পর্কেব্যাখ্যাকরতেপারবেন।
- বাহ্যিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কেউল্লেখ করতেপারবেন।

ভূমিকা

মুসলিমদর্শনকোরআন ও হাদীস থেকে মূলত উৎপত্তি লাভ করলেও পরবর্তীতে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে মুসলিম দর্শনেও পরিবর্তন এসেছিল। অন্যান্য জ্ঞানের উৎসের কথা মুসলিম দর্শনে স্বীকার করা হলেও এতে স্বজ্ঞার প্রভাব বেশী। কোরআন ও হাদীসেরব্যাখ্যার তারতম্যের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে মুসলিমদর্শনের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। এইধরনের পরিবর্তনের পেছনে ধর্মীয় অনুভূতি বেশী কাজ করেছিল। তাছাড়া বাহ্যিক কিছু শক্তিশালী চিন্তাধারা মুসলিমদর্শনকে বিভিন্নসময়ে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এসব বাহ্যিক চিন্তাধারা হলো গ্রীক দর্শন, পারসিক চিন্তাধারা এবং ভারতীয় মরমীবাদ। ক্রমবিকাশের ধারায় মুসলিমদর্শন তাই অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

১. **মুসলিমদর্শনের** ক্রমবিকাশ

মুসলিমদর্শনকোরআন ও হাদীস থেকেই মূলত উৎসারিত। পরবর্তীতে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মুসলিমদর্শনবিভিন্ন ধারায় ক্রমবিকশিতহয়েছে। প্রতিটি চিন্তাধারা সময়ের বিবেচনায় একডট বিশেষ ধারায় সরল থেকে জটিল অবস্থায় এবং গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। মুসলিমদর্শনের ক্ষেত্রে এই কথাটি আরও বেশী ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মুসলিমদর্শনেরএই ক্রমবিকাশের অভ্যন্তরীণ কারণগুলো যদিওমুখ্য, তথাপি মুসলিমদর্শনের বিশেষ বিশেষ চিন্তাগোষ্ঠী বাহ্যিক কারণকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে এর অগ্রগতিকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করেছে। বাহ্যিক অনৈসলামিক চিন্তাধারার প্রভাবে মুসলিমদর্শনের আসল রূপটি বেশীর ভাগ সময় অক্ষুণ্ন থেকেছে। তবে পরিবর্তনবিভিন্নসময়ে যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণএইধরনের প্রভাব একডট সর্বজনীন ব্যাপার। ফলে এক্ষেত্রে স্বজ্ঞার ওপর জোর দিয়ে তারা তাদের নিজনিজধারণাগত সমস্যারসমাধানদেওয়ার চেষ্টা করেন।

কোরআন ও হাদীসেরসরাসরিব্যাখ্যায় কিছুসমস্যার উদ্ভব হয়। কেননা চলমান জীবন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কিছুসমস্যার উদ্ভব হতে শুরু করে, যার সমাধানসরাসরিকোরআন এবং হাদীসেছিল না। সে কারণে কোরআন এবং হাদীসেরব্যাখ্যা করে

সমাধান বের করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক অনুমান) ও ইজমার (সামাজিক মতৈক্য)সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে বিভিন্নধরনের সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়। এভাবে মুসলিম দর্শনে অভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশ ঘটেছিল।

২. অভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশ

মুসলিমদর্শনের অভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশ কোরআন ও হাদীস সংক্রান্ত। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিকপরিবর্তন প্রথমত পরিলক্ষিত হয় এবং সাথেসাথেই চিন্তাশীল গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের পরে তাঁরকোনসরাসরি প্রতিনিধি না থাকাতে মুসলিম দর্শনে ধর্মীয়-রাজনৈতিকচিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। এ সমস্যাটি খোলাফায়ে রাশেদীনদের আমলে ততটা প্রকটিত হয়নি। কিন্তু এরপর উমাইয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠালগ্নে এসব চিন্তাগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এর ফলে মুসলিমদর্শনের ক্রমবিকাশের ধারাসূচিত হয়।

জ্ঞান লাভের উপায় পর্যবেক্ষণ ছাড়াওমুসলিম দর্শনে প্রজ্ঞা, প্রথা ও স্বজ্ঞার একডট বিশেষ ভূমিকা আছে। মুসলিমচিন্তাবিদদের মধ্যেএই পদ্ধতিগুলো সমানভাবে সবার ওপর ক্রিয়া করেনি। সুতরাং একডট বিশেষ পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে তাঁরা এক একডটচিন্তাগোষ্ঠীতেনিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন । এভাবে মুতাযিলা, আশারীয়া, সুফী ও দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটেছে। মুতাযিলা ও দার্শনিকরা প্রজ্ঞার ওপর, আশারীয়াচিন্তাগোষ্ঠীর চিন্তাবিদরা প্রথার ওপর এবং সুফীরা স্বজ্ঞার ওপর জোর দিয়ে তাদের নিজনিজধারণাগত সমস্যারসমাধানদেওয়ার চেষ্টা করেন।

প্রসঙ্গত কালক্রমে কোরআন ও হাদীসেরসরাসরিব্যাখ্যায় কিছুসমস্যার উদ্ভব হয়। কেননা চলমান জীবন ব্যবস্থায় বিভিন্নধরনের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কিছুসমস্যার উদ্ভব হতে শুরু করে, যার সমাধানসরাসরিকোরআন এবং হাদীসেছিল না। এ কারণে সেসময়কোরআন ও হাদীসেরব্যাখ্যা করে সমাধান বের করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক অনুমান) ও ইজমার (সামাজিক মতৈক্য) সৃষ্টি হয়। যার মাধ্যমে বিভিন্নধরনের সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়। এভাবে মুসলিম দর্শনে অভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশ ঘটে থাকে।

৩. বাহ্যিক ক্রমবিকাশ

মুসলিমদর্শনের ক্রমবিকাশের ধারায় বাহ্যিক অনেকধারণার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যেসবচেয়েগুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাক-ইসলামী আরব ধারণা, গ্রীক দর্শন, পারসিক ও ভারতীয় চিন্তাধারা। মুসলিম দর্শনে প্রাক-ইসলামী আরব ধারণার প্রভাব খুব বেশী না হলেও যথেষ্টছিল। বিশেষ করে মুতাযিলাদেরচিন্তাধারার মধ্যেএই প্রভাব দেখা যায়। মুসলিম দর্শনে সবচেয়ে বেশী গ্রীক দর্শন প্রভাব বিস্তার করে। মুসলিম দার্শনিকরা গ্রীক দর্শনেরসাথেমুসলিমদর্শনেরসরাসরিযোগাযোগ স্থাপন করেন। মূলত গ্রীক দার্শনিকের মধ্যে বিশেষ করে প্লেটো, অ্যারিস্টটল ও নব্য-প্লেটোবাদীদের দর্শনমুসলিম দার্শনিকদের দর্শনচিন্তার পথ প্রশস্ত করে। মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যেযাদের গ্রীক দর্শনেরসাথেসরাসরি সম্পর্ক ছিলতাঁদেরমধ্যে অন্যতম হলেন আল-কিন্দি, আল-ফারাবী, ইবনে-সিনা এবং ইবনে-রুশ্‌দ। তাঁরা গ্রীক দর্শনেরবিভিন্ন পুস্তও

অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাঁদের সাধনা শুরু করেন। দর্শনেরমূল সমস্যাগুলো এসব দার্শনিকরা আলোচনাকরেন। সেই সাথে গ্রীক দার্শনিকদেরঅনেক পুস্তওআরবী ভাষায় অনুবাদকরেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, এই সমস্ত অনূদিত পুস্তওই গ্রীক দর্শনেরএকমাত্র নিদর্শন হিসেবে প্রধান্য পেয়েছে। এই কৃতিত্ব মুসলিমদার্শনিকদেরকে অমর করে রেখেছে।

মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভের ফলে মুসলিম দর্শনে বাহ্যিক প্রভাবের বিষয়টি কোনকোন ক্ষেত্রে প্রকটরূপ লাভ করে। মুসলিম দর্শনে পারসিক ও ভারতীয় প্রভাব এভাবে অনুপ্রবেশ লাভ করে। মুসলিম দর্শনে মরমীবাদ এই দু'উৎস থেকে এসেছে বলে অনেকচিন্তাবিদ মনে করেন। তবে মরমীবাদের প্রকৃত রূপ কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত। শিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর দর্শনে কিছুকিছুধারণা পাওয়া যায় যার জন্য মূলত পারসিক প্রভাব দায়ী। অন্যদিকে ভারতীয় মরমীবাদের অনেকবৈশিষ্ট্যমুসলিমসুফীদেরমধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এসব ধারণার প্রভাব মুসলিমদর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে মাত্র। তবেসুফীবাদেরমূলধারা কোরআন ও হাদীস-এর শিক্ষা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।

সার-সংক্ষেপ

মুসলিমদর্শনের ক্রমবিকাশ কোরআন ও হাদীস থেকে শুরু হয়। পরবর্তীতে বাহ্যিক অনেকচিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে এদর্শন আরও সমৃদ্ধি লাভ করে। অবশ্য ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় এবং দার্শনিক অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মুসলিমদর্শন ক্রমবিকাশের ধারায় আজ এ পর্যন্ত এসেছে। অভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশ ছিলঅনেকটা রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক। অন্যদিকে বাহ্যিক প্রভাব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক ছিল।

অনুশীলনী ঃ নিজের ভাষায় মুসলিমদর্শনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাকরুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

চিন্তাশীল খোলাফায়ে রাশেদীন চিন্তাবিদ আল-কিন্দি আল-ফারাবী ইবনে-সিনা ইবনে-রুশদ প্লেটো অ্যারিস্টটল ধারণাগত ফলশ্রুতি প্রেক্ষাপট

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. **সত্য ও মিথ্যা**

১। **মুসলিমদর্শনের** ক্রমবিকাশে **চিন্তাধারার পরিবর্তন** লক্ষ্য করা **যায়**। **সত্য** / **মিথ্যা**

২। **মুসলিমদর্শনের** ক্রমবিকাশে বাহ্যিক **কারণমুখ্যছিল**। **সত্য** / মিথ্য

৩। কিয়াস ও ইজমার দ্বারা নতুন **সমস্যার** সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়। **সত্য** / **মিথ্যা**

৪। ভারতীয় মরমীবাদের **অনেক** বৈশিষ্ট্য **সুফীবাদে** পরিলক্ষিত হয়। **সত্য** / **মিথ্যা**

আ. **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১। **মুসলিমদর্শনের** ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান কী কী ?

ক)পারসিক ও ভারতীয় **ধারণা** খ) ভারতীয় ও গ্রীক **ধারণা**

গ)**কোরআন ও হাদীস** ঘ)**খ্রিস্টীয়** ও ভারতীয় **ধারণা**

২। **মুসলিমদর্শন** কি অভ্যন্তরীণভাবে **ক্রমবিকশিতহয়েছে** ?

ক)হ্যাঁ খ) না

গ)বলাযায় না ঘ)কোনটিই নয়

৩। **মুসলিম** দর্শনে বাহ্যিক **কোন্ উৎস** বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

ক) গ্রীক **দর্শন** খ) পারসিক**ধারণা**

গ)ভারতীয় **ধারণা** ঘ)**কোনটিই** নয়

৪। গ্রীক **দর্শনের** অনুসরণে **মুসলিম** দর্শনে **কোন্ চিন্তাগোষ্ঠী**র আবির্ভাব ঘটেছিল ?

ক)সুফী খ)কাদারিয়া

গ)জাবারিয়া ঘ) দার্শনিক

ই. **সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন**

১। **মুসলিমদর্শনের** অভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশ কিসের **ওপর** ভিত্তি করে ঘটেছিল ?

২। **মুসলিমদর্শনের** বাহ্যিক ক্রমবিকাশ কী কী বিষয়ের **ওপর নির্ভরশীল** ?

ঈ. **রচনামূলক প্রশ্ন**

১। **মুসলিমদর্শনের** ক্রমবিকাশ কী কী উপায়ে সংঘটিত**হয়েছে** তা সবিস্তারে **ব্যাখ্যাকরুন**।

২। **মুসলিমদর্শনের** ক্রমবিকাশের বাহ্যিক **কারণসমূহ ব্যাখ্যাকরুন**।

উত্তরমালা

অ. ১।সত্য ২। **মিথ্যা** ৩। **সত্য** ৪। **সত্য**

আ. ১। গ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ